রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ৬, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বিষয় ঃ শিল্পখাতের প্ল্যান্ট, মেশিনারি বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ও কর এর রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা।

নং-০৮.০১.০০০০.৫৩.০৩.০২০.১৫/৫৭—আমদানি বিকল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্পখাতে ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পখাতের সার্বিক উন্নয়ন সাধনপূর্বক ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সরকারের অন্যতম উন্নয়ন কৌশল। শিল্পখাতে দ্রুত ও ব্যাপক বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন ধরনের সুবিধার পাশাপাশি শিল্পখাতের প্ল্যান্ট, মেশিনারি, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ক ও কর এ রেয়াতি/মওকুফ সুবিধা প্রদান করে আসছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকৃতির শিল্প যেমন-আমদানি বিকল্প শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাই-টেক পার্ক ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এইচ.এস.কোড ভিত্তিতে বিভিন্ন হারে ও ধরনের রেয়াতি সুবিধা প্রদান অব্যাহত আছে। এসব প্রজ্ঞাপনে একদিকে এইচ.এস.কোড ভিত্তিতে রেয়াতি সুবিধা প্রযোজ্য থাকে, অন্যদিকে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান প্ল্যান্ট কনসেপ্টে বা টার্নকি প্রকল্প হিসাবে লে-আউট প্ল্যান বা নকশা কিংবা প্রকল্প পত্রের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্ল্যান্ট স্থাপনে প্রয়োজনীয় সকল মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রপাতির সাথে সংশ্লিষ্ট অত্যাবশ্যক কিংবা দেশে সুলভ নয়-এমন পণ্য কিংবা এক বা একাধিক কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে একাধিক ঋণপত্র বা চালানে বিযুক্ত (unassembled) অবস্থায় এক বা একাধিক দেশ হতে আমদানি করে থাকেন। এইচ.এস. কোড ভিত্তিক রেয়াতি সুবিধা বিদ্যমান থাকায় কাস্টমস শুল্কায়নকালে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনের নির্দিষ্টকৃত এইচ.এস.কোড তথা শ্রেণিবিন্যাসের পরিধি, ব্যাখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধারণাগত ভিন্নতার কারণে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে ঐসব মূলধনী যন্ত্রপাতি বা মূলধনী প্রকৃতির পণ্যে উক্ত রেয়াতি সুবিধা প্রয়োগ করতে চায় না বা করতে পারে না। অর্থাৎ আমদানিকৃত ঐসব পণ্য মূলধনী প্রকৃতির হয়েও শুধু উল্লিখিত কারণে রেয়াতি হারের পরিবর্তে বাণিজ্যিক পণ্যের ন্যায় উচ্চতর শুল্ক ও কর হারে শুল্কায়িত হয়। এতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প স্থাপন উদ্যোগ সংকুচিত হয়। তাছাড়া এরূপ শিল্প প্রতিযোগিতায় অসমতার সম্মুখীন হয়। এভাবে সরকারের

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

শিল্পায়ন নীতিও ব্যাহত হয়। এছাড়াও, বড় ও ভারী এবং ব্যাপক মূল্য সংযোজনকারী শিল্পসহ অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত প্রকৃতির পরিস্থিতি ছাড়াও মূলধনী যন্ত্রপাতির সাথে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি উপযোগী ও অত্যাবশ্যক কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে বাণিজ্যিক প্রকৃতির কিংবা দেশে তৈরী হলেও মানসম্পন্ন নয় বা দেশে দুর্লভ-এমন পণ্যও আমদানি করে থাকে। এসব পণ্য আমদানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যক হলেও প্রজ্ঞাপনের এইচ.এস.কোড সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের উপর উচ্চতর ট্যারিফ প্রযোজ্য হয়। এতে ঐসব শিল্প স্থাপনে অহেতুক বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পায়-যা প্রকারান্তরে ঐ শিল্পের প্রতিযোগিতা ক্ষমতাই হ্রাস করে থাকে।

২। উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে শিল্পের মূলধনী পণ্যের বিনিয়োগবান্ধব তথা রেয়াতি হারে কাস্টমস শুল্কায়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

ক) আমদানিকৃত বা আমদানিয় মূলধনী যন্ত্রপাতিতে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপনের শর্তপূরণ সাপেক্ষে প্রদান করা হবে। প্রজ্ঞাপনের রেয়াতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত বা আমদানিয় প্ল্যান্ট, মেশিনারি/যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বলতে Customs Act, 1969 এর First Schedule এর Section XVI এর ব্যাখ্যাসহ ব্যাখ্যামূলক নোটের (Explanatory Notes) প্রাসঙ্গিক নোট (notes) এর ভিত্তিতে প্ল্যান্ট বা মেশিনারির আওতা বিশ্লেষণ/ব্যাখ্যা করে উক্ত প্ল্যান্ট মেশিনারি শ্রেণিবিন্যাস করবেন। উক্ত Section নোটের ব্যাখ্যানুযায়ী যদি কোন যন্ত্রপাতির একাধিক অংশ (components) থাকে এবং একাধিক অংশের সমন্বয়ে যদি প্ল্যান্ট বা মেশিনারির সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদিত হয় সেক্ষেত্রে একাধিক অংশ যদি পাইপ (pipe), ক্যাবল (cable), ট্রান্সমিশন (transmission) বা অন্য কোন device দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে সমস্ত অংশকে (all components) এদের প্রধান কাজ অনুযায়ী First Schedule এর চ্যাপ্টার (chapter) ৮৪ কিংবা ৮৫ এর অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট মূলধনী যন্ত্রপাতির H.S. Code এ শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। উল্লেখ্য, প্ল্যান্ট-মেশিনারি যন্ত্রপাতিরই সমার্থক–এটা বিবেচনায় রেখে এবং লে-আউট প্ল্যান, নকশা, প্রকল্পপত্র টার্নকি চুক্তিপত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে কোন শিল্প কারখানার সকল মেশিন এবং এগুলোর সংযোগকারী পাইপ, ক্যাবল, এ্যাংগলসহ অন্যান্য সকল ডিভাইসকে (যা আমদানিকালে পরিবহনের সুবিধার্থে পৃথক বা বিযুক্ত অবস্থায় আমদানি করা হয়) একসাথে প্ল্যান্ট বলা যাবে এবং ঐ প্ল্যান্টকে এর মূল কাজ (main function) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হেডিং এর অধীন H.S. Code–এ শ্রেণিবিন্যাস করতে হবে। এক্ষেত্রে প্ল্যান্টের প্রত্যেক অংশকে আলাদা পণ্য বিবেচনায় আলাদা এইচ.এস.কোডে শ্রেণিবিন্যাস করা যাবে না। তবে প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং/নির্মিত ভবন, শেড, দেয়াল কিংবা মূল মেশিন বা প্ল্যান্ট এর লে-আউট প্ল্যান, নকশা বহির্ভূত পণ্য এবং সকল ধরনের consumable item যেহেতু মেশিন বা প্ল্যান্টের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়, সেহেতু এগুলোকে মেশিন বা প্ল্যান্ট এর অংশ (component) হিসেবে মেশিন বা প্ল্যান্টের সাথে শ্রেণিবিন্যাস করা যাবে না। এগুলো পণ্যের প্রকৃতি অনুসারে স্ব স্ব এইচ.এস.কোডে শ্রেণিবিন্যাসিত হবে।

খ) এক বা একাধিক চালানে, এক বা একাধিক ঋণপত্রের মাধ্যমে, এক বা একাধিক উৎস দেশ হতে একটি কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে সমস্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারককে **'পরিশিষ্ট-ক'** মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কমিশনার বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রোফরমা ইনভয়েস, লে-আউট প্ল্যান, নকশা, প্রকল্প পত্র, টার্নকি চুক্তিপত্রসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত দলিলাদি

পর্যালোচনা করে এগুলোর আওতায় আমদানিকৃত প্লান্ট/মেশিনারি, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ/ইক্যুইপমেন্টস বিবেচনাধীন প্ল্যান্টের অংশ মনে হলে অথবা পণ্যগুলো আবেদিত প্ল্যান্টের জন্য আবশ্যক কি না সে বিষয়ে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণপূর্বক নিশ্চিত হওয়া গেলে এবং উপর্যুক্ত (ক) তে বর্ণিত ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে নিম্নোক্ত শর্তে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস আদেশ প্রদান করবেন।

গ) পক্ষান্তরে উক্ত প্ল্যান্ট, মেশিনারি, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ/ইক্যুইপমেন্ট একই পদ্ধতিতে একাধিক কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি হলে আমদানিকারককে উক্তরূপ আমদানি সম্পর্কিত সকল ডক্যুমেন্টস (লে-আউট প্ল্যান, নকশা, প্রকল্পপত্র, টার্নকি সংক্রান্ত চুক্তি, প্রোফরমা ইনভয়েস/এলসি ইত্যাদি) সহ **'পরিশিষ্ট-ক'** তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্ক:নীতি) এর নিকট আবেদন করতে হবে এবং অনুলিপি সংশ্লিষ্ট কমিশনারগণকে দিতে হবে। আবেদন যাচাইয়ান্তে যথাযথ পাওয়া গেলে অথবা প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণপূর্বক নিশ্চিত হওয়া গেলে এবং উপর্যুক্ত (ক) তে বর্ণিত ব্যাখ্যার সাথে আমদানিয় পণ্য সঙ্গতিপূর্ণ হলে নিম্নোক্ত শর্তে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস/স্টেশন কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান করা যাবে।

শর্ত:

(i) প্রযোজ্য সকল দলিলাদি দাখিল/সম্পাদন নিশ্চিতকরণসহ বলবৎ আমদানি নীতি আদেশ কিংবা অন্যবিধ কোন বিধি নিষেধ অনুযায়ী সকল পণ্যের আমদানিযোগ্যতা সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস/স্টেশন নিশ্চিত হয়ে নেবে।

(ii) আমদানিকৃত/আমদানিয় মেশিনারি প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য অংশ একাধিক চালানে আমদানি হলে সেক্ষেত্রে প্রথম পণ্যচালান খালাসের ০১ (এক) বছরের মধ্যে অবশিষ্ট অন্যান্য পণ্যচালান আমদানি করতে হবে।

(iii) সর্বশেষ পণ্যচালান আমদানির ৬(ছয়) মাসের মধ্যে আমদানিকৃত সমুদয় মেশিনারি প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য অংশ যথাযথভাবে যথাযথস্থানে স্থাপিত হয়েছে কী না সে বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক নিশ্চিত হতে হবে। এ বিষয়ে যে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল (যে ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য) অনুষদ/ বিভাগের বিশেষজ্ঞ মতামত সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস সংগ্রহ করবেন। এ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক বহন করবেন।

(iv) আমদানিকৃত/আমদানিয় মেশিনারি, প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য অংশ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ব্যবহার করা হবে এবং খালাসের পর অন্যবিধ কাজে ব্যবহার/হস্তান্তর বা মালিকানা পরিবর্তন করা হলে আমদানিকৃত পণ্যের উপর স্বাভাবিক ও প্রযোজ্য হারে শুল্ক ও কর প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন মর্মে একটি মুচলেকা/অঙ্গীকারনামা (যথাযথ মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস বরাবরে দাখিল করবেন।

(v) আমদানিকৃত মেশিনারি প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য অংশ খালাসের ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে যথাযথভাবে যথাযথস্থানে স্থাপিত হয়েছে মর্মে বর্ণিত বিশেষজ্ঞ মতামত পাওয়া গেলে মুচলেকাটি ফেরত প্রদান করা হবে অন্যথায় প্রযোজ্য হারে শুল্ক ও কর আমদানিকারকের নিকট হতে আদায়যোগ্য হবে।

ঘ) নতুন ও প্রযুক্তিনির্ভর এবং মূল্য সংযোজনকারী শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত/আমদানিয় প্ল্যান্ট/মেশিনারি, যন্ত্রপাতি বা উহার মধ্যে যদি কোন মেশিনারি/যন্ত্রপাতি, ইক্যুইপমেন্টস, যন্ত্রাংশ বা অনুরূপ প্রকৃতির অত্যাবশ্যক পণ্য উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ২ এর ব্যাখ্যায় কিংবা এ সংক্রান্ত বিদ্যমান রেয়াতি প্রজ্ঞাপনের আওতায় শুল্কায়ন করা সম্ভব না হয়-সেক্ষেত্রে উক্ত মেশিনারি/যন্ত্রপাতি বা প্ল্যান্ট/যন্ত্রপাতির জন্য রেয়াতি সুবিধা চেয়ে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্ক: নীতি) এর নিকট প্রযোজ্য ও সহায়ক সকল ডক্যুমেন্টসহ **'পরিশিষ্ট-ক'** মোতাবেক আবেদন করতে পারবেন। এরূপ আবেদন প্রাপ্তির পর শুল্ক নীতি শাখা কর্তৃক আবেদনের বিষয়, দাখিলকৃত দলিলাদি প্রাথমিক যাচাইয়ের পর যথাযথ পেলে অতঃপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তা এতদুদ্দেশ্যে নিম্নরূপ গঠিত কমিটির নিকট পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য উপস্থাপন করতে হবে:

সদস্য (শুল্ক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	আহবায়ক
এফবিসিসিআই এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি	সদস্য
শিল্প মন্ত্রণালয়ের যথোপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
বিনিয়োগ বোর্ডের যথোপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের যথোপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
প্রথম সচিব (শুল্ক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা	সদস্য-সচিব

ঙ) উল্লিখিত মতে গঠিত কমিটি প্রাপ্ত সকল কাগজপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক আমদানিকৃত/ আমদানিয় পণ্যের মূলধনী প্রকৃতি, শিল্প বিনিয়োগ, শিল্পখাত ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় যাচাই করে এতদবিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করবেন। কমিটি মূলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রদান করলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে বিদ্যমান আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য তাঁর নিকট সার-সংক্ষেপ আকারে পেশ করতে হবে। উল্লেখ্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে/প্রয়োজনে এসব ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২ তে উল্লিখিত শর্ত বা অন্যকোন শর্ত আরোপ করা যাবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে উক্ত প্ল্যান্ট/মেশিনারি/বা অনুরূপ প্রকৃতির পণ্যে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে আদেশ জারি করতে হবে।

মোঃ নজিবুর রহমান

চেয়ারম্যান।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd